তারিখ ... 14.6.80
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

001

UU 045

পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচীর অভাব

শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা একাধিক। তার মধ্যে পাঠ্যবই না পাওয়া একটি। স্কুল-কলেজের অনেক পাঠ্যবই-ই পাওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে এ অভাব আরো প্রকট। শিক্ষা-সময়ের এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও অনেক সময় পাঠ্যবই মেলে না। অবশ্য শুধু পাঠ্যবই-ই নয়, অনেক সময় পাঠ্যসূচীও পাওয়া যায় না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করা অথবা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া খুব মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এসব সমস্যা নিয়ে জনৈক ছাত্র চিঠি লিখেছেন দৈনিক বাংলায়। তিনি ভুক্তভোগী। তাঁর বক্তব্য, ১৯৮০-'৮১ স্নাতক শিক্ষাবর্ষের এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাংলা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের পাঠ্যসূচী পাওয়া যায়নি। পাঠ্য বইয়ের অভাবও যথারীতি আছে। পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন পত্রলেখক।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের ওপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আমরা মনে করি, শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা ধরনের অব্যবস্থা থেকে মুক্ত করা শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হওয়া উচিত। পাঠ্যবইয়ের অভাব, পাঠ্যসূচীর অভাব এ সব কিছুর মূলে রয়েছে অনেক অব্যবস্থা এবং শৃংখলার অভাব। পাঠ্যসূচী যথাসময়ে সরবরাহ করা কোন কঠিন কাজ নয়। বিশেষ উদ্যোগ ও ত্বরিত ব্যবস্থা নিলে পাঠ্য বইয়েরও অভাব হওয়ার কথা নয়। শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার এক বছর অতিক্রান্ত হলেও পাঠ্যসূচী পাওয়া যায় না কেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। পাঠ্যবইয়ের অভাব দূর করার জন্যেও পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। যে বই দেশে ছাপা হয় তা প্রয়োজন অনুযায়ী ছাপা হবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশ থেকে যে-বইগুলি আমদানী করা হয় তাও পরিকল্পিতভাবে চাহিদামাফিক করা দরকার। প্রয়োজনীয় বই সম্পর্কে বইয়ের ব্যবসায়ীদের অবহিত করতে হবে, সে অনুযায়ী তাদের ওপর নির্দেশ থাকবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বই সরবরাহ করা সম্ভব কিনা তাও বিবেচনা করে দেখা দরকার।